বিএসএফের পুশ-ইন ও সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদ

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর পুশ-ইন এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর জেলা ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মিছিলটি মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ১০৫ নং সীমান্ত পিলার সংলগ্ন স্বাধীনতা সড়কে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

স্বাধীনতা সড়কে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন— জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম, সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন এবং এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, বিডিপির জেলা সহ-সভাপতি নূর রহমান, মুজিবনগর উপজেলার নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল খাইরুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম।

জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন বর্ডার থেকে রাতের অন্ধকারে জোর করে মানুষকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া (পুশ-ইন) হচ্ছে। রাতে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে পাটের জমি থেকে জনগণকে সাথে নিয়ে বুক টান টান করে বাংলাদেশের বিজিবির জোয়ানরা তাদের প্রতিহত করে চলেছেন। ভারত বৃহৎ একটি রাষ্ট্র হলেও তারা সব সময় বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। সব সময় নিজেদের সুবিধা ভোগ করার জন্য তাদের মনমতো একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের মনমতো সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। এই কারণেই শুভেন্দু অধিকারীরা যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি তারা সাধারণ মানুষকে বাংলাদেশী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে পুশ-ইন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।”

তিনি আরও বলেন, “এই ষড়যন্ত্র কখনো সার্থক হবে না। আমরা লক্ষ্য

করেছি শুভেন্দু অধিকারীরা মুসলমানদের হত্যা করছে, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সদ্য সমাপ্ত কোরবানির ঈদে মুসলমানদের গরু কোরবানির সব উৎসবকে তারা আইন তৈরি করে বন্ধ করে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের মুসলমানরা শুধু তীব্র বিদ্রোহ করছে তাই নয়, ভারতের মুসলমানরাও একজোট হয়েছে এবং হিন্দুরাও তাদের সাথে আছে। তারা এই সুযোগে বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য পুশ-ইনের মতো জঘন্য পথ বেছে নিয়েছে। তবে বিজিবির জোয়ানরা সীমান্তে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম থেকে পাহারা দিচ্ছেন।”

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন বলেন, “আজকের কর্মসূচি হচ্ছে ভারতের একতরফা পুশ-ইন ও সীমান্ত গণহত্যার বিরুদ্ধে। আমরা যদি বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের হিসাব পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব এই ১০০ দিনে তারা প্রায় ২৪টি পয়েন্ট থেকে সারা বাংলাদেশে ২ হাজার ৬০৯ জনকে পুশ-ইন করেছে। বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে নামমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, যা দেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। শুধু পুশ-ইন করেই তারা ক্ষান্ত নয়, বিগত ১০০ দিনে সীমান্তে প্রায় ১৯ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে এবং আমাদের আরও ২৪ জন ভাইকে আহত করেছে। শুধু ভারত সীমান্তে নয়, মিয়ানমার সীমান্তেও প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ড চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নির্বাক হয়ে দেখছে, কোনো জোরালো প্রতিবাদ করছে না।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমি বলতে চাই, তারেক রহমান, আপনি যদি জিয়াউর রহমানের পুত্র হয়ে থাকেন, তাহলে জিয়াউর রহমানের ভাষায়ই ভারতের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। মেহেরপুরের এই সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতের এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা স্পষ্ট বলতে চাই— সীমান্তে হত্যা ও পুশ-ইনের মতো সব অপকর্ম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং মুখে যে বন্ধুত্বের কথা বলা হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করতে হবে।”

এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমি বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় সরকারকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি হবে ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ— তবে তা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কুর্নিশ করে নয়। আমরা বন্ধুত্ব অবশ্যই চাই, কারও সাথে শত্রুতা চাই না; কিন্তু সে বন্ধুত্ব হতে হবে সম মর্যাদার। আগের মতো কুর্নিশ করার বাংলাদেশ আর নাই, সেভাবে দেশ

চলবেও না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামা ওবায়েদ এমপি কর্তৃক ১৩টি চিঠি পাঠানোর কথায় আশাহত হই। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী— (যাঁকে ভারতীয় ‘র’-এর এজেন্ট বা বাংলাদেশ শাখার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বলা হচ্ছে)— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদের বিবৃতিতেও হতাশ হই। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ। আমরা সরকারকে সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু সরকার যদি ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নীরব থাকে, তবে আমরা সরকারের বিরুদ্ধেও কথা বলতে এক মিনিটও ভাবব না, ইনশাআল্লাহ। ভারতীয় পুশ-ইন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আমরা সর্বস্তরের জনসাধারণ ও প্রশাসনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।”

সমাবেশে অন্যান্য বক্তারাও সীমান্তে বিএসএফের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক পুশ-ইনের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা অনতিবিলম্বে সীমান্তে এই ধরনের অমানবিক ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার দাবি জানান। একই সাথে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর মেহেরপুর জেলা শাখার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

‘মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপজেলা পর্যায়ের “নতুন উদ্যোগ, বিজ্ঞান প্রকল্প এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী প্রোগ্রাম” অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের এসইডিপি-র শিক্ষাগত উৎকর্ষ সহায়তা প্রকল্প (ইইএসএস)-এর আয়োজনে

এই ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রজেক্ট, নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আজকের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে রয়েছে অদম্য মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি। এই ধরনের প্রদর্শনী তাদের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। উপজেলার ১২টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে আমরা একটি বিজ্ঞানমনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞান, নতুন উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করবে।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে বলেন, তরুণদের এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাগুলোই আগামী দিনের সফল উদ্যোক্তা তৈরি করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

১৪ বছরেও বিচার মেলেনি শরিফুল হত্যা মামলার, দ্রুত বিচার দাবি পরিবারের

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের যুবক শরিফুল ইসলাম হত্যার প্রায় ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো বিচার না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ্যে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২৪ বছর বয়সী শরিফুল ইসলাম ছাত্রদলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি তাকে প্রকাশ্যে মারধর করে হত্যা করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা অন্য একটি ঘটনায় গুরুতর আহত হন একই গ্রামের মঞ্জুর আলী। হামলাকারীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। তবে প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি বর্তমানে মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

মঞ্জুর আলী বলেন, ঘটনার স্মৃতি এখনো তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। আদালতে মামলা করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে আপস করতে বাধ্য হন। দুই কন্যা সন্তান নিয়ে পঙ্গুত্বের মধ্যেই সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এছাড়া একই সময়ে মিঠু নামের আরেক ব্যক্তিকে গুমের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন শরিফুল ইসলাম বাড়ির অদূরে একটি পুকুরপাড়ের চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। মামলার এজাহার অনুযায়ী, একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাকে মারধর শুরু করে। একপর্যায়ে তিনি বাড়ির দিকে চলে গেলে বাড়ির পাশেই কুলসুম নামের এক নারীর বাড়ির সামনে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

মামলার এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় বাবু দফাদার, জাহাঙ্গীর, আসলাম, মজিবারসহ আরও কয়েকজন জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মামলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কুলসুম

বলেন, হত্যাকাণ্ডটি তার সামনেই সংঘটিত হয়েছিল। আদালতেও তিনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থানায় মামলা গ্রহণ না করায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রথম বাদী ছিলেন নিহত শরিফুলের ভাই তৌয়ব আলী। তার মৃত্যুর পর বর্তমানে মামলার বাদী হিসেবে রয়েছেন তার ছেলে হাসান। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে মামলাটি চলমান থাকলেও এখনো চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পরবর্তীতে আবার এলাকায় ফিরে এসে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বর্তমানে মামলার অভিযুক্তরা জামিনে রয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘসূত্রতা বন্ধ করে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। তাদের মতে, এ ধরনের আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও বাড়বে।

‎গাংনীতে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ শীর্ষক সেমিনার

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রযুক্তির প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তাকে উৎসাহিত করতে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) মো: তরিকুল ইসলাম।

‎অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সুমন চন্দ্র দেবনাথ।

‎অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, এনসিপি নেতা মোঃ মুজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিকবৃন্দ।

‎অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, উপজেলা একাডেমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাসুম।মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদের এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগ ঘুরে দেখেন অতিথিরা এবং তাদের উৎসাহিত করেন।

‎আয়োজকরা জানান, বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন উদ্ভাবনে আগ্রহী করে তুলতেই এ ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

‎মেলাটি যৌথভাবে আয়োজন করে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)।

যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে মিছিলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি হাসানুজ্জামান, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রোকনুজ্জামান, মেহেদী হাসান রোকন, পৌর যুবদলের সভাপতি সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি এবং যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা।

বক্তারা নবগঠিত কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গুজবে কান না দিয়ে প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো গুজবে কান না দিয়ে তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মাদকের প্রতি আসক্তি মানুষের মেধাকে কুলুষিত করে এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, ভালোকে গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দকে

বর্জন করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশ্বকে এক সুতোয় বেঁধেছে, তবে এ মাধ্যমে ছড়ানো গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার বিস্তারের প্রেক্ষাপটে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো তথ্য দেখেই তা শেয়ার করা উচিত নয়। আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে হবে, এরপর মতামত প্রকাশ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস্তামুল হকের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর, জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব-উল আলম, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসারুল হক, রেজাউল করিম এবং আনোয়ারুল হক কালুসহ অন্যান্যরা।

মতবিনিময় সভায় সরকারি চাকরিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ইমাম এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গাংনী ও মুজিবনগর থানায় নতুন ওসি নিয়োগ

মেহেরপুর জেলার দুই থানায় নতুন অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী ও উত্তম কুমার দাস।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন

মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী এবং মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উত্তম কুমার দাস।

গাংনীতে বজ্রপাতে স্কুল ছাত্র নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে বজ্রপাতে আলী হোসেন নামে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহত আলী হোসেন পুরাতন মটমুড়া গ্রামের মালেশিয়া প্রবাসি ইউনুস আলীর ছেলে। সে বাওট সোলাইমানীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটার সময় পুরাতন মটমুড়া গ্রামে একটি মাঠে কয়েকজন বন্ধু মিলে ফুটবল খেলার সময় গুড়িগুড়ি বৃষ্টিপাতের সময় হঠাৎ বজ্রপাত ঘটলে গুরুতর আহত হয় আলী হোসেন।

তাকে আহতাবস্থায় উদ্ধার করে বামন্দীর একটি স্থানীয় ক্লিনিকে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনীতে এলজিইডির হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে